সংবাদ

তারিখ ... 20 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ...

কোথাও কোথাও মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা

বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত

বিডিনিউজ

মার্কিন রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে. টমাস গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছেন, বাংলাদেশের কিছু কিছু জেলায় মেয়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। কারণ তাদের অভিভাবকরা তাদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন।

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, মেয়েদের উত্যক্ত করা অথবা যৌন হয়রানির বিষয়ে মেয়েদের জীবনকে বিষিয়ে তোলে। যারা মেয়েদের উত্যক্ত করার এ ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত হয় তাদের কোন বিচার হয় না। ফলে তাদের নির্যাতনের মাত্রা সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে মেয়েদের বিয়ে দেয়া হয়। তাদের এবং তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য এর ফলে বিপন্ন হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ নির্যাতন ও হয়রানি এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, মেয়েরা ভাবে আত্মহত্যাই তাদের

মার্কিন : (পৃ: ১১ ক: ২)

মার্কিন : রাষ্ট্রদূত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মুক্তির একমাত্র পথ।

আমেরিকান সেন্টারে বৃহস্পতিবার বিকেলে 'আমেরিকান থার্স ডে' কর্মসূচির অংশ হিসেবে 'শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে লিখিত বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত হ্যারি কে. টমাস এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, এ পরিস্থিতি অসহনীয় এবং তা যেনে নেয়া যায় না। পুলিশ, শিক্ষক এবং স্থানীয় নেতৃবৃন্দকে এ নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

পারিবারিক সহিংসতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, এ ধরনের আচরণ সামাজিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, এটা একটা ফৌজদারি অপরাধ। একটি মেয়েকে উত্যক্ত করা বা তাকে হুমকি দেয়া কোন পৌরুষদীপ্ত কৃতিত্ব নয়। মেয়েদের নির্যাতনের বিষয়টি চোখ বুজে সহ্য করা গ্রহণযোগ্য নয় অথবা 'ছেলেরা এই রকমই হয়' বলে মেয়ে নির্যাতনকে কখনই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, অনেক সময় দারিদ্র্য, সংখ্যালঘুর মর্যাদা অথবা লিঙ্গ বৈষম্য শিশুদের জন্য প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আমি অত্যন্ত খুশি যে, বর্তমানে বাংলাদেশে অধিকসংখ্যক বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হচ্ছে। তবে লাখ লাখ মেয়ে এখনও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, যেটা তাদের স্বাস্থ্য এবং তারুণ্যকে কেড়ে নিচ্ছে। এই কম সুবিধাভোগী মেয়েদের প্রায়ই প্রাথমিক স্তরে তাদের শিক্ষা বন্ধ করে দিতে হয়। এ ধরনের একটি বিষময় পরিস্থিতিতে যদি মেয়েদের দরিদ্র এবং সংখ্যালঘুদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে বাংলাদেশ কেবল দুর্বলই হয়ে পড়বে।

হ্যারি কে. টমাস বলেন, আমরা মাদ্রাসা ছাত্রদের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার বিষয়টিও চালু করেছি। আগামী শরৎকালে ১৮ জন বাংলাদেশী ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে হাইস্কুলগুলোয় পড়তে যাবে।